বাসনা

মননে স্বরায়নে

বেগম আকতার কামাল

বাসনা

মননে স্বরায়নে

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

প্রসঙ্গ-কথা

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক-পূর্ব যুগে—সেই হেলেনিস্টিক সময় থেকে প্রধানত সাহিত্যতত্ত্বই ব্যাখ্যা করা হত। রেনেসাঁসের পরবর্তী পর্যায়ে সাহিত্যবিশ্লেষণ ও সমালোচনাতত্ত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। অনুরূপভাবে মনোদর্শনও তত্ত্বভিত্তি থেকে উনিশ-বিশ শতকে মনোবিশ্লেষণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে দর্শন ও বিশ্লেষণ—দুটিকে একত্রে বিবেচনা করা হতে থাকে। মানবমনের অস্তিত্ব, বৈচিত্র্য, আচরণ-ক্রিয়ার জটিল বিন্যাসে জুড়ে থাকে বিজ্ঞান, ভাষাকাঠামো, ধর্ম-ইতিহাস-রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশ-প্রকৃতির যাবতীয় জ্ঞানতত্ত্ব। থাকে প্রযুক্তির প্রভাবও। আমাদের *বাসনা: মননে স্বরায়নে* নামের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি মানুষের ক্রিয়াশীল মনের চালিকাশক্তিরূপে 'বাসনা'র অবস্থানটি বুঝে নিতে প্রয়াসী হয়েছে। এ বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা বুঝে নিতে চেয়েছি রহস্যময় বাসনার রূপ ও স্বরূপকে; শিল্পসাহিত্যে ও মানসজগতে এর সক্রিয় অবস্থানকে। বাসনা নানা প্রতিশব্দে জড়ানো এমন এক বিষয় যা বহুমাত্রিক ও প্রসারণশীল। এতে যেমন আছে শৃঙ্গারত্ব, যৌনতার ইতিহাস, নারীবাদের নানা জিজ্ঞাসার জটলা তেমনই আছে শিল্পিব্যক্তির মানসিক গড়ন ও তার ভাবনারাশির সূত্রাবলি। তাই তত্ত্ব প্রাধান্য নয়, ব্যাখ্যার অবলম্বন-রূপে আমরা আলাদাভাবে ধারণ করেছি—বিশেষ করে তিনজন কবির সৃজনকৃতি—রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও শামসুর রাহমানের গান-কবিতা।

আমার লিখিত *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা* গ্রন্থটি থেকে 'বাসনার বিকল্পায়ন' শীর্ষক আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে সংযুক্ত করা হল। আমরা কবির ব্রহ্মধারণাকে যদি চৈতন্যের প্রসারণ ও শ্রেয়োসত্তার দিকে অভিযাত্রার রূপক হিসেবে ধরে নিই তা হলে 'বাসনামুক্তির বাসনা' নিয়ে তাঁর স্বর ও প্রজ্ঞানময় আর্তিকে বুঝে নিতে পারব। জীবনানন্দ আমাদের অফুরান বিস্ময়-বিপন্নতার 'ইন্দ্রিয়স্পর্শী শারীরিকতা'র ডিসকোর্সকে ভাষায়নে ধারণ করেছেন, যে-ভাষা তাঁর প্রেম ও প্রতিভাসম্মিত সৃজন, যেখানে অহম থাকে না, থাকে নির্বাণ-অভিলাষী জীবনের গূঢ় সমাচার ও অন্য-এক আকাশের ন্যুমেনা—দৃষ্টিকল্পের বাইরে-থাকা অজ্ঞাত ভুবনের আকাশ, সময়প্রবাহের উজানে গিয়ে বিস্ময়-বিপন্ন চোখে তাকিয়ে দেখার 'আনন্দ'-ব্যথা। আর খুঁজেছি নাম-পুরুষকে কীভাবে ভাষাপ্রতিমা করে তোলা হয় সেই রহস্যময়তা, কারণ ভাষাই বাস্তবতা, ভাষাই বাসনালোকের উচ্ছলন। বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমানের শ্রেণিমানস, কবিচারিত্র্য, তাঁর পার্সোনা এবং ইতিহাসের ধারায় ঘাসের ওপর বিছিয়ে-থাকা লতার মতন গড়িয়ে-জড়িয়ে থাকার বাসনাকে আমরা বলতে চাই 'ছদ্ম কল্পোক্তি'—সিউডো স্টেটমেন্ট। নির্বিবাদী ব্যক্তিসত্তা যখন নিজ শক্তিবত্তায় বাস্তবকে জয় করতে পারেন না, নিজের রিয়ালকে দৃঢ়ভিত্তির দর্শনতত্ত্বে দাঁড় করাতে পারেন না, আত্মপক্ষ ত্যাগ করে অপর হতে পারেন না তখনই তিনি কল্পোক্তির শিকার হয়ে পড়েন। তাঁর বাসনাকে ছদ্মবেশ পরান। শামসুর রাহমানের বিভিন্ন কবিতায় আমরা বাসনার এই ছদ্মায়ন কৃতিটি লক্ষ করেছি। এটি তাঁর দিকে থেকে শিল্পীসত্তার স্বাধীন থাকার নিজস্ব সংগুপ্তি-মন্ত্র। অতএব, সব মিলিয়ে এই বইটি তাত্ত্বিক দর্শনের পরিবর্তে হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক বয়ান।

আমরা বাসনার ধরনধারণকে বুঝতে চেয়েছি—তাত্ত্বিকভাবে যতটা নয়, তারও বেশি ইম্প্রেশনিস্টিক ভাবনা দিয়ে। নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি-উপলব্ধি ও পঠনপাঠনের নির্যাসই এতে গুঞ্জরিত। প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, ফ্রয়েড, মিশেল ফুকো, জাক লাকাঁ প্রমুখ যেমন আছেন, তেমনই আছেন গৌতম বুদ্ধ, অজন্তা-ইলোরার স্থপতিরা, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমানসহ অনেকেই। জ্ঞানলোক ও সৃজনলোক—দুই-ই মানুষের বাসনা দিয়ে রচিত। দুই লোকই জীবনের ও ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূমি থেকে উল্লম্ব পর্যন্ত প্রসারণশীল—নিত্য নবনবরূপে—অনির্বচনীয়তায়।

মানুষ সেসবকে বচনীয় করার বাসনায় ব্যাকুলায়িত ও সর্বদা সক্রিয় থাকে। এটাই আমাদের মর্মবস্তু। এটি লিখনে আমি প্রভূতভাবে ঋণী কলকাতার আলোচনা-চক্রের প্রকাশিত বইগুলোর কাছে।

এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক সিরাজ সালেকীন। তিনি আমার স্নেহভাজন ও প্রিয় ছাত্র। আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে তাঁর তাগাদা ও প্রয়াস অব্যাহত এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা। কথাপ্রকাশের কর্ণধার জসিম উদ্দিনের দাবি অনুযায়ী প্রতিবছর আমাকে অন্তত একটি গ্রন্থ রচনা করতেই হয়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। কথাপ্রকাশের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

কার্তিক ১৪৩১
অক্টোবর ২০২৪

বেগম আকতার কামাল
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচি

মন রে কৃষিকাজ জানো না	১৩
বাসনা এক অনন্তক্রম	২৪
শৃঙ্গারত্ব: বাসনার রকমফের	৩৫
তন্ত্রদর্শনের মনোদৈহিক প্যারাডাইম	৪৭
বাঞ্ছা করি সেথায় যাব: মূলত রাজনৈতিক	৫৬
নারীর নিজস্বী: বাসনার অদল-বদল	৬৬
অধ্যাত্মলোক: বাসনার বিকল্পায়ন	৮১
অফুরান বিস্ময়-বিপন্ন কারুবাসনা	৯২
কল্পোক্তি: ছদ্মবেশী বাসনা	১১৭

মন রে কৃষিকাজ জানো না

প্রাচীন-প্রাচীতে যেমন তেমনই গ্রিসের জ্ঞানযোগীদের চিন্তায়ও মনের দর্শন নিয়ে তত্ত্বায়নের কমতি নেই। মন কী, দেহ-মনের সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্ব, চিন্তা ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে মনোদর্শনের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। প্রাচ্যদেশে, বিশেষ করে ভারতীয় চিন্তাধারায়, কৃষিকৃতির সংস্কৃতিতে ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার প্রচ্ছদে মনকে দেখা হয়েছে শাস্ত্ররূপে; আর গ্রিসীয় দৃষ্টিকোণ মনকে দেখেছে দর্শন সংজ্ঞায়নে। যেমন, প্লেটোর চিন্তায়—মন ও দেহ পৃথক তথা দ্বৈতবাদী, তেমনই অ্যারিস্টটলের ধারণায় মন দেহেরই অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ দুটোই একাত্মক। প্লেটো যেখানে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে আধ্যাত্মিক, অ্যারিস্টটল সেখানে বিকল্পবাদী। তাঁর মতে মন 'দেহেরই সংগঠন ও ক্রিয়া', অর্থাৎ আত্মা হল সজীব মানবদেহের আকার (form)। আকার ও দেহকে বাদ দিয়ে গঠিত হতে পারে না বলে মন দেহের মাঝেই বিরাজ করে। দেহহীন আত্মা সম্ভব নয়। কাজেই প্লেটোর 'আদর্শ আত্মার' অস্তিত্ব দেহের বাইরে অস্তিত্বশীল, তা শাশ্বত ও পরম সত্তার মধ্যে থাকে; মন এই আদর্শ আত্মারই প্রতিফলন। এই ধারণা থেকে বিকশিত হয়েছে পরবর্তীকালের 'মনোদর্শন'। আর অ্যারিস্টটলের আত্মাবাদ—তথা মন যেহেতু দেহ কাঠামোতে লীন,

সেই কাঠামো ব্যাখ্যার ধারা থেকে গড়ে উঠেছে 'মনোবিশ্লেষণ'। একটি জীবের মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সামগ্রিক কাঠামোগত সংগঠন তার মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয়, শারীরবৃত্তিক কর্মক্রিয়ার মাধ্যমে তা চেতনাগত মনের রূপ ধারণ করে। তাই মন মানেই সচেতনতা যা জীবকে জড় থেকে আলাদা করে, তা চেতনা-উপলব্ধি-চিন্তা-ভাষা-স্মৃতিসহ একটি জ্ঞানীয় সেট (set) তৈরি করে। এটি কল্পনাকে স্বীকৃতি দেয়, মনোভাব ও অনুভূতি-আবেগকে প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে নিয়ে আসে। মন শারীরিক বৃত্তি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ককেও নির্দেশ করে, বিশ্লেষণ করে। কাজেই প্লেটোর আদর্শবাদ/ দ্বৈতবাদ সম্পর্কিত দার্শনিক ভাবনাগুলো থেকে সরে এসে 'মনোবিশ্লেষণ' ধারাটি নিজের বৃত্ত গড়ে তুলেছে, 'দার্শনিক' আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে মনোবিশ্লেষক রূপে, মনঃসমীক্ষক হিসেবে—প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিজ্ঞানদৃষ্টির সহযোগে।

প্রাচীন ভারতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আত্মাবাদী ধারণাই মনের নিয়ন্ত্রক বলে মান্য করা হচ্ছে, মনকে একটি সত্ত্বরূপে গণ্য করে নিত্য পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের 'বিষয়ী অনুভবকারী' বলা হচ্ছে। বৌদ্ধ মতে, মন হচ্ছে 'চিত্ত' যার অর্থের বিস্তৃত পরিসীমা আছে। এখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বিচারবুদ্ধি, আবেগ-সুখদুঃখের বেদনা, মনোযোগ, একাগ্রতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সব রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ। তবে সেটির কেন্দ্রবিন্দু শুধুই শারীরিক ভিত্তি নয়, তাতে থাকে মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এমনকি হরমোনও। বৌদ্ধরা এসবের প্রত্যেকটিকে স্বীকার করে অস্তিত্ব হিসেবে, তবে তারা বিচ্ছিন্ন নয়—অখণ্ডরূপে জড়িত। মন অশরীরী কিছু নয়, তা সমষ্টিগত অচেতন (ইয়ুঙ্‌য়ের collective unconsciousness) বা সর্বজনীন বলে দাবি করে না। স্নায়ুবিজ্ঞানকে বৌদ্ধধর্মবিদেরা গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে মন ও জীবনসংস্থান নিরূপণ করে থাকেন—এই বর্তমানেও—১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত দালাই লামা এবং ফ্রান্সিস বরেলা নামের চিলি দেশীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী 'মাইন্ড অ্যান্ড লাইফ ইনস্টিটিউট' উদ্বোধন করে মনের 'ধ্যানময়তা ও করুণা' মার্গের সম্পর্ক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

এর ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম পারস্পরিক প্রভাবের চর্চা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখানে প্রাচীন থেকে আধুনিককাল প্রসারী মনোদর্শনে ধর্মানুশীলনের একটা পর্যায় রয়েই গেছে। এমনকি গীতার আলোকে মনকে বুঝতে হলেও ধর্মানুশীলনের ব্যাপারটা একইরকম বলে মনে হতে পারে। এতে মনের সংযম, ভক্তি, কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির সংশ্লেষণ উপস্থাপিত। কিছু অর্জনের জন্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বন্ধুত্ব করতে হবে, মনকে নিষ্ক্রিয় ও চিন্তামুক্ত রাখলেই তা শত্রু হয়ে ওঠে, আবার লক্ষ্য পূরণের জন্য অতিরিক্ত চিন্তাও ক্ষতিকর। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে দিয়ে নিজের সঙ্গে মনের সখ্য সম্পর্ক গড়ার নির্দেশনাই দেয় গীতা। আত্ম যদি উচ্চ হয় তবে তা আত্মা আর নিম্ন আত্ম হল আমাদের মন। এখানেও মনের ওপরে আত্মার স্থান নির্ধারিত। সচেতন নীতি হল উচ্চ আত্মার সম্ভাবনা যা জ্ঞানময়—"Consciousness becomes a condition for any kind of epistemic agency."

পরমাত্মার ধারণা গীতার আধেয়—যাকে বলা হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আদি উৎস, তথাপি এই পরমাত্মা ইন্দ্রিয়বিহীন, অনাসক্ত। আর জীবের আত্মা হল মনের কর্তৃতাধীন, তাই সে জীবাত্মা, সর্বদা পরমাত্মার জন্য বেদনার্ত ও অভিসারী। এই ধারাটিতেও পরমাত্মা-জীবাত্মার দ্বৈততা আছে, তবে একাত্মক হওয়ার আহ্বানও আছে বলে এটি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—যদিও এতে মিশেছে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি প্রতর্ক। আবার গীতায় আছে একই সঙ্গে যুদ্ধদর্শন ও আধ্যাত্মিক দর্শনের বহুস্বর। উপনিষদ থেকে আধ্যাত্মিকতার নির্যাস নিয়ে গীতা গ্রন্থিত হয়েছে। ইসলামি সুফিবাদী ঘরানায় মনকে দেখা হয় প্রেমপিয়াসী শক্তি হিসেবে—অস্তিত্ব, জ্ঞান-মানস-কারণসহ। ভাষা এখানে চর্চার মাধ্যম। অতীন্দ্রিয় প্রেমসম্বন্ধে বাঁধা থাকে আশেক-মাশুক—মানুষ আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ধ্যান করে প্রেমের শক্তিতে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন মান্য হলেও সুফিবাদে মনের এই প্রেমশক্তি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে নানা তরিকা অবলম্বনের মাধ্যমে। অর্থাৎ এই মনোদর্শন একভাবে মনোবিশ্লেষণও

করে থাকে। বিশেষ করে স্বজ্ঞাবৃত্তির (intuition faculty) চর্চা করায় তা আরও বেশি আবেগসঞ্চারী ও প্রভাববিস্তারকামী হয়ে ওঠে।

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ মতে, মন চারপাশের প্রতিটি সত্তাকে পরিমাপ করে ও সর্বদাই গতিশীল এবং তা মননযুক্ত—যুক্তি-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা-চর্চার একরাশ সমাহার। মন কীভাবে কাজ করে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে এদের অভিমত হচ্ছে:

> আমাদের চারপাশে যে সকল বস্তু বা বিষয় রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই—বর্তমান ও অবর্তমান, তাদের প্রত্যেকেরই বিকাশ চলছে, কেউ একস্থানে স্থির দাঁড়িয়ে নেই। সেই বর্তমানতার সংবাদ প্রকাশিত হয় তাদের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে এবং আমাদের মন-এর পাঁচটি কর্মচারী বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ঐ পাঁচ প্রকার বিচ্ছুরণকে ধরে তার খবর পাঠিয়ে দেয় আমাদের মনের মণিকোঠায়। সেই খবরগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের মন বিচার্য সত্তাটিকে মেপে ফেলে এবং তার সম্পর্কে একটা কাজ চালানো স্থির ধারণায় পৌঁছে যায়। এই যে পরিমাপন ক্রিয়া বা পরিমিত-করণ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াটি, ঘুমিয়ে থাকার সময়টুকু ছাড়া, অবিরাম করতে থাকে যে, সেই হল আমাদের মন।
>
> [কলিম খান, রবি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, ১৪১৭: ৪৯১]

বেদান্ত অনুসারেই এখানে মনকে পুরুষ ও দেহকে নারী হিসেবে ধরা হয়েছে। সে সূত্রে মানুষ মাত্রেই দ্বৈতাদ্বৈত (two in one) সত্তা, তবে দেহ আগে মন পরে—এই কথাও জানান দেওয়া হয়েছে, যদিও বিপরীতভাবে আবার বলা হচ্ছে মানব-অস্তিত্ব তার সার্থকতার প্রশ্নে পুরুষ তথা মনকে প্রাথমিকতা দেয়, দেহের স্থান পরে। যুগ্মভাবে দেহমন-অধিকারী মানুষই বাউলদের খাঁচার পাখি বা মনমাঝি। মন তাই জীবনের জমিন যা পতিত রাখতে নেই। তার উৎপাদন-বৃত্তি হিসেবে কৃষিকাজের রূপকে (metaphor) সহজেই মনকে কৃষিকাজের জন্য অর্থাৎ চিত্তের কর্ষণ-ক্রিয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। হল যেমন জমি কর্ষণ করে তেমনই বিশ্বের সঙ্গে মানুষ কর্ষিত হয় লিঙ্গের মাধ্যমে তথা লীন